পাট ও পাট জাতীয় ফসল চাষে প্রতি পক্ষে (১৫ - ৩১ মার্চ, ০১ চৈত্র -১৭ চৈত্র) পর্যন্ত সময়ে করণীয় সম্পর্কিত তথ্য

পাট ও পাট জাতীয় ফসল উৎপাদনের জন্য জমি নির্বাচন ও ভাল ভাবে জমি চাষ করুন

- এখন পাট চাষের মৌসুম শুরু হতে যাচ্ছে। পাট বোনার মৌসুম শুরু হলে, প্রথমেই জমি নির্বাচনের পালা। দো-আঁশ মাটিতে পাট ভাল হয়।
- দোঁআশ এবং বেলে দোঁআশ ধরনের মাটি বিশিষ্ট যেকোন জমিতে পাট, কেনাফ ও মেস্তা ভাল হয়। তোষা বা ধবধবে দেশী জাতের জন্য মৌসুমের প্রথম দিকে বৃষ্টির পানিতে ডুবে না এবং বৃষ্টির পানি সরে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে এমন জমি নির্বাচন করতে হবে।
- পাট ও পাট জাতীয় আঁশ ফসল চাষের জন্য কিছুটা উচু অথবা মাঝারি উচু জমি নির্বাচন করতে হবে। পাট পচানোর জন্য পর্যাপ্ত পানি কাছাকাছি পাওয়া যায় এমন জমিতে পাটের আবাদ করা প্রয়োজন। একই জমিতে প্রতি বছর পাট চাষ না করাই ভাল।
- উক্ত জমি গভীরভাবে উত্তমরূপে চাষ করুন। মাটির বড় ঢিলাগুলো ভেংগে মাটি মিহি ও ঝাল্কা করুন এবং জমিতে আগাছা ও অন্য ফসলের শিকড় বা আবর্জনা থাকলে তা পরিষ্কার করুন।

জমি তৈরীর সময় পরিমিত সার প্রয়োগ করুন

- গোবর সার বীজ বপনের ২ থেকে ৩ সপ্তাহ পূর্বে জমিতে প্রয়োগ করুন এবং মাটির সাথে ভাল করে মিশিয়ে দিন। মনে রাখবেন, গোবর সার ব্যবহার করলে রাসায়নিক সার কম লাগে।
- প্রতি হেক্টরে ৫ টন পরিমাণের গোবর সার ব্যবহার করা হয় তাহলে বীজ বপনের দিন সিভিএল-১, সিসি-৪৫, সিভিই-৩ এবং ও-৪ জাতের জন্য প্রতি হেক্টরে ২৫ কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে, টিএসপি এবং এমপি সারের প্রয়োজন নাই। ফাল্গুনী তোষা জাতের জন্য প্রতি হেক্টরে ৪৫ কেজি ইউরিয়া, ৫ কেজি টিএসপি, ১৪ কেজি এমপি, ওএম-১ জাতের জন্য ৩৮ কেজি ইউরিয়া, ৫ কেজি টিএসপি, কেনাফ-এইচসি-৯৫ জাতের জন্য ১৬ কেজি ইউরিয়া, ৫ কেজি টিএসপি এবং মেস্তা-২৪ জাতের জন্য ৪ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।

- গোবর ও অন্যান্য জৈব সারের অভাবে যদি শুধুমাত্র রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়, তাহলে বীজ বপনের দিন সিভিএল-১, সিসি-৪৫, সিভিই-৩, বিজেআরআই দেশী পাট-৬, বিজেআরআই দেশী পাট-৭, বিজেআরআই দেশী পাট-৮, বিজেআরআই দেশী পাট-৯ জাতের জন্য হেক্টর প্রতি ১৬৬ কেজি ইউরিয়া, ২৫ কেজি টিএসপি, ৩০ কেজি এমওপি, প্রয়োজনে ৪৫ কেজি জিপসাম, ১১ কেজি জিংক সালফেট একত্রে মিশিয়ে জমিতে ছিটিয়ে ও মই দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
- বিজেআরআই দেশী পাট-৫ জাতের জন্য হেক্টর প্রতি ১১০ কেজি ইউরিয়া, ২৫ কেজি টিএসপি, ৪০ কেজি এমওপি, একত্রে মিশিয়ে জমিতে ছিটিয়ে ও মই দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

- ও-৪ জাতের জন্য হেক্টর প্রতি ১৬৬ কেজি ইউরিয়া, ২৫ কেজি টিএসপি, ৩০ কেজি এমওপি, প্রয়োজনে ৪৫ কেজি জিপসাম, ১১ কেজি জিংক সালফেট একত্রে মিশিয়ে জমিতে ছিটিয়ে ও মই দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
- ফাল্গুনি তোষা এবং ওএম-১ জাতের জন্য যথাক্রমে হেক্টর প্রতি ২০০ কেজি ইউরিয়া ৫০ কেজি টিএসপি, ৬০ কেজি এমওপি এবং ১৭৬ কেজি ইউরিয়া, ৫০ কেজি টিএসপি, ৪০ কেজি এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে উভয় জাতের জন্য প্রতি হেক্টরে ৯৭ কেজি জিপসাম এবং ১১ কেজি জিংক সালফেট প্রয়োগ করতে হবে।
- বিজেআরআই তোষা পাট-৪, বিজেআরআই তোষা পাট-৫, বিজেআরআই তোষা পাট-৬, বিজেআরআই তোষা পাট-৭ জাতের জন্য হেক্টর প্রতি ১১০-১৭০ কেজি ইউরিয়া ২৫-৫০ কেজি টিএসপি, ৩০-৬০ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে এই জাত গুলোর জন্য প্রতি হেক্টরে ৯৫-১০০ কেজি জিপসাম এবং ১১ কেজি জিংক সালফেট প্রয়োগ করা যেতে পারে।

- মেস্তা এইচএস-২৪ এবং কেনাফ এইচসি-৯৫ জাতের জন্য যথাক্রমে ১১০-১৩৫ কেজি ইউরিয়া, ২৫ কেজি টিএসপি, ৩০-৪০ কেজি এমওপি সার মিশিয়ে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। মাটিতে গন্ধক (সালফার) ও দস্তা (জিংক) অভাব অনুভূত না হলে জিপসাম ও জিংক সালফেট ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই।

পাটের জমিতে উড়চুংগা পোকা দমন করুন

- যে সব জমিতে প্রতি বছর উড়চুংগার আক্রমণ হয়ে থাকে সে সব জমিতে বীজের পরিমান বাড়িয়ে বপন করতে হবে। কারণ জমিতে যথেষ্ট পরিমান চারাগাছ থাকার দরুন উড়চুংগা পোকা কিছু গাছ কেটে ফেললেও ক্ষতি যেন পুষিয়ে নেয়া যায়। কোন কোন মৌসুমে দেরীতে পাট বপন করা হলে উড়চুংগা আক্রমণ কম হয়। খরার মৌসুমে চারা পাট ক্ষেতে সেচের ব্যবস্থা করলে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।
- সন্ধ্যার সময় মাঠে আগুন জ্বালিয়ে রাখলে আগুন উড়চুংগা পোকাকে আকর্ষণ করবে, ফলে পোকা মারা যায়। কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর পরামর্শ মতে অনুমোদিত হারে কীটনাশক ঔষধ পানিতে মিশিয়ে প্রতি উড়চুংগার গর্তে ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

পাট বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা করুন

- বপনের পূর্বে পাট ও পাট জাতীয় আঁশ ফসলের বীজ পরীক্ষা করে নিন।
- একটি মাটি বা টিনের পাত্রে এক টুকরা ভিজা কাপড়ের উপর ১০০ বা ২০০টি বীজ ছড়িয়ে দিয়ে অপর একটি পাত্র দিয়ে ঢেকে এই পরীক্ষা করতে পারেন।
- শতকরা আশিটি বীজ গজালে তবে সে বীজ নিঃসংকোচে বপন করতে পারেন। অংকুরোদগম ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগের কম হলে বপনের সময় বীজের পরিমাণ আনুপাতিক হারে বাড়িয়ে দিতে হবে। শতকরা ৭০ ভাগের কম হলে সে বীজ ব্যবহার করা উচিৎ নয়।

জাত বাছাই করে পাট বীজ বপন করুন

- ফাল্গুন মাসের যে কোন সময়ে দেশী পাটের শুধু সিসি-৪৫ (জো-পাট) এবং ঐ মাসের একেবারে শেষ দিকে তোষা পাটের শুধু ফাল্গুনী তোষা (ও-৯৮৯৭) জাত বপন করা যায়, কেননা এ জাতগুলো অকাল ফুল মুক্ত।
- দেশী জাত চৈত্র মাসের ২য় সপ্তাহ বা মাঝামাঝির পূর্বে এবং তোষা জাত বৈশাখের পূর্বে বপন করা যায় না, পূর্বে বপন করলে ছোট গাছে অকাল ফুল হয়ে ফসল নষ্ট হয়।
- আঁশ উৎপাদনের জন্য দেশী পাট বপনের উপযুক্ত সময় ২০ মার্চ থেকে ১৫ এপ্রিল।
- আঁশ উৎপাদনের জন্য তোষা পাট বপনের উপযুক্ত সময় ২০ মার্চ থেকে ১৫ মে।
- আঁশ উৎপাদনের জন্য কেনাফ ফসলের উপযুক্ত বীজ বপন সময় ১৫ মার্চ থেকে এপ্রিল।
- আঁশ উৎপাদনের জন্য মেস্তা ফসলের উপযুক্ত বীজ বপন সময় ১৫ মার্চ থেকে ১৫মে।

সারিতে বীজ বপন করুন

- বীজ সারিতে বপন করুন। সারিতে বপন করলে পাট বীজ কম লাগবে আর ফলনও বেশী হবে।
- সারিতে বীজ বপন করলে দেশী পাটের বেলায় একর প্রতি ৩.০ কেজি এবং তোষা পাটের বেলায় ২.০ কেজি বীজ বপন করুন। ছিটিয়ে বপন করলে একর প্রতি দেশী পাট ৪.৫ কেজি এবং তোষা পাট ৩.৫ কেজি বীজ প্রয়োজন হব।

১৪/৩/২০১৮
(কৃষিবিদ ড. মোঃ মাহবুবুল ইসলাম)
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান
কৃষিতত্ত্ব বিভাগ
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা-১২০৭